মুখতাসার যাদুল মা'আদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অনুচ্ছেদ সমুহের সূচী ও বিবরন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)

আযান ও ইকামতের ক্ষেত্রে রসূল (সাঃ) এর সুন্নাত

নাবী (ﷺ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তারজীসহ এবং তারজী ছাড়া- এ দু'টি পদ্ধতিতেই আযান দেয়া সুন্নাত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।[1] একামতের শব্দগুলো একবার করে বলা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে দুইবার করে অর্থাৎ আযানের ন্যায় বলাও জায়েয আছে।[2] (কিন্তু একবার করে বলার হাদীসগুলোর সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে)। তবে قد قامت الصلاة 'কাদকামাতিস সালাহ' বাক্যটি একবার বলা মোটেও প্রমাণিত নয়। এমনিভাবে আযানের শুরুতে চারবার আল্লাহু আকবার বলা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, দুইবার বলাকে যথেষ্ট মনে করা সহীহ নয়। তিনি উম্মাতের জন্য আযানের সময় এবং আযানের পরে পাঁচ পদ্ধতির দু'আ নির্ধারণ করেছেন।

প্রথম দু'আঃ আযান শ্রবণকারী মুআযযিনের সাথে সাথে আযানের শব্দগুলোই উচ্চারণ করবে। তবে হাইয়্যা আলাসসালাহ, হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ বলার সময় বলবেঃ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّبِاللهِ 'লা-হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হইতে বিরত থাকা সম্ভব নয় এবং আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। শ্রোতার জন্য حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এবং لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّبِاللهِ ـ এর উভয়টি একসাথে বলার বিষয়টি নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়নি। তেমনি শুধু মুআযযিনের সাথে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলাকেই যথেষ্ট মনে করার বিষয়টিও প্রমাণিত নয়। এটিই যুক্তি সম্মত। কারণ আযানের বাক্যগুলো হচ্ছে যিকির। حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِবাক্যদ্বয় দ্বারা সলাতের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। তাই শ্রোতার জন্য সুন্নাত হচ্ছে সে আহবানে সাড়া দেয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইবে অর্থাৎ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّبِاللهِ বলবে, যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় এবং তাঁর তাওফীক ব্যতীত সৎকাজে যোগদান করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় দু'আঃ শ্রোতার জন্য এই দু'আটি পাঠ করাও সুন্নাত। নাবী (ﷺ) বলেন- যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করবে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। দু'আটি হচ্ছেঃ

رَضِيْتُ بِاللهِ ربًّا وبالإسلاَمِ دِيْناً وبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً وَرَسُوْلاً

"আমি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) কে নাবী ও রসূল হিসেবে"।

তৃতীয় দু'আঃ মুআযযিনের উত্তর দেয়ার পর নাবী (ﷺ)ـএর উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ দুরূদ হচ্ছে, যা তিনি তাঁর উম্মাতকে শিক্ষা দিয়েছেন। তা হচ্ছে দুরূদে ইবরাহীম, যা আমরা সলাতে পাঠ করি।

চতুর্থ দু'আঃ রসূল (ﷺ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করার পর এই দু'আটি পাঠ করবে।

اللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَ الفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাববা হাযিহিদ্ দাওয়াতিত্ তা'ম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল কায়িমাহ। আ'তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ। ওয়াব্আসহু মাকামাম মাহমূদানিল্লাযি ওয়াআদ্ তাহু।

"হে আল্লাহ্ এই পরিপূর্ণ আহবান এবং এই প্রতিষ্ঠিত সলাতের তুমিই প্রভূ। মুহাম্মাদ (ﷺ)কে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে যার অঙ্গীকার তুমি তাঁকে দিয়েছো। তার জন্য কিয়ামত দিবসে আমার শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে"।

পঞ্চম দু'আঃ তারপর নিজের জন্য দু'আ করবে। সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (ﷺ) বলেন- আযান ও ইকামতের মাঝখানে দু'আ ফেরত দেয়া হয় না। সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আমরা তাতে কি বলব? তিনি বললেন- দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল বিপদ যেমনঃ রেসূ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। এই হাদীসটি সহীহ।

---

[1]. আযান দেয়ার সময় আশহাদু আল-লা-ইল্লাল্লাহ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহু- এই বাক্য দু'টির প্রত্যেকটি প্রথমে ছোট আওয়াজে দুইবার করে মোট চারবার বলার পর পুনরায় আওয়াজ উঁচু করে চারবার উচ্চারণ করে আযান দেয়াকে তারজীর আযান বলা হয়।

[2]. আযান ও ইকামতের বাক্যসমূহের ক্ষেত্রে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ও এর সর্বাধিক বিশুদ্ধ পদ্ধতিঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ

বেলাল (রাঃ) কে জোড় বাক্যে আযান এবং বেজোড় বাক্যে ইকামত দিতে আদেশ করা হয়েছে। তবে ইকামতের ক্ষেত্রে কাদ কামাতিস্ সালাহ বাক্যটি দুইবার বলার আদেশ দেয়া হয়েছে। (বুখারী তাও হা/৬০৫) ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ

إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

আযানের বাক্যগুলো দু'বার করে বলা হত এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলা হত। তবে (কাদকামাতিস্ সালাহ) বাক্যটি দুইবার বলা হত। (আবু দাউদ আলএ.হা/৫১০)

উপরে বর্ণিত হাদীছ দু'টিতে আযান ও একামতের বাক্যগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়নি। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, আযানের বাক্যগুলো দু'বার করে বলা হত এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলা হত। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, হাদীছ দু'টি সংক্ষিপ্ত। তাই আমাদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে যে, আযান-ইকামতের শব্দগুলো কোথায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে? আযান ও ইকামতের ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদের হাদীসটিই হচ্ছে মূল। সেখানে আযানের শব্দগুলো এভাবে উল্লেখ আছেঃ

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

এবং ইকামতের শব্দগুলো এভাবে উল্লেখ আছেঃ

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

সুতরাং উল্লেখিত আলোচনায় আযানের বাক্য এবং ইকামতের বাক্য সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল যে, আযানের মোট বাক্য ১৭ টি এবং ইকামতের মোট বাক্য ১১ টি। তবে ফজরের আযানের সময় হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ্ বলার পর الصلاة خير من النوم আস্সালাতু খাইরুম মিনান্নাওম ২ বার বলবে। (ইবনে মাজাহ্)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3878

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন